১৪। জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ
(অনুচ্ছেদ ১৯)

সুপারিশ ঃ

১৪। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ এর সংশোধন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (২) এর পর নিম্নরূপ দফা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ

"(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।"।

১৫। উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ
(প্রস্তাবিত নতুন অনুচ্ছেদ ২৩ক)

সুপারিশ ঃ

১৫। **সংবিধানের নতুন অনুচ্ছেদ ২৩ক এর সন্নিবেশ।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ এর পর নিম্নরূপ নতুন অনুচ্ছেদ ২৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ

"২৩ক। **উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।**—রাষ্ট্র বিভিন্ন উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"।

১৬। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সংহতি
(অনুচ্ছেদ ২৫(২))

সুপারিশ ঃ

১৬। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ এর সংশোধন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ এর দফা (২) বিলুপ্ত হইবে।

১৭। সংগঠনের স্বাধীনতা
(অনুচ্ছেদ ৩৮)

সুপারিশ ঃ

১৭। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ এর প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ -এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৩৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"৩৮। **সংগঠনের স্বাধীনতা।**—(১) জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি—

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।"।